মুখ্যমন্ত্রী আগাম অভিনন্দন জানাচ্ছেন ঃ রাজু

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ আগামী ১৬ জুলাই মেদিনীপুরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই সফরের আগেই ওই এলাকা দলের পাতাক, ফেস্টুনে মুড়ে দেওয়ার কথা বলেছে তৃণমূল। সেই প্রসঙ্গে বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রাজু ব্যানার্জির বক্তব্য, এর আগে অমিত শাহজি এসেছিলেন। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দিতে স্বাগতম জানিয়েছিল। কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে তাদের পায়ের তলায় মাটি নেই। মোদিজি, অমিত শাহজি বারবার বাংলায় আসছেন, আসবেন। তাই তারা ভয় পাচ্ছে। আমরা বলতে পারি মমতা ব্যানার্জী আগাম অভিনন্দন জানাচ্ছেন। রাজুবাবু বলেন, মেদিনীপুরে মানুষের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা রয়েছে। সকলে অপেক্ষা করছে কবে মোদিজি এখানে পদার্পণ করবেন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে প্রস্তুতি। দম ফেলার সময় পাওয়া যাচ্ছে না। খাওয়া-দাওয়া ভুলে কাজ করছেন কার্যকর্তারা। আগামী ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে ৪২টি আসনের মধ্যে অন্ততে ২৬টি দখলের যে লক্ষ্য বিজেপি রেখেছে তা সফল করতে জঙ্গলমহলকে পাখির চোখ করছে। আর সেই লক্ষ্যেই ১৬ জুলাই মেদিনীপুরের সমাবেশে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই সমাবেশ নিয়ে প্রস্তুতিতে ব্যস্ত বিজেপি। কলেজ মাঠে যেখানে মোদি সভা করবেন সেই জায়গা পরিদর্শন করেন রাজু ব্যানার্জী। দেখে নেন কোথায় মঞ্চ হবে, কোথায় বসবেন ভিআইপি-রা, কোথা বসবেন কর্মী-সমর্থকরা।

মিশন নির্মল বাংলার প্রচারাভিযানে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মিশন নির্মল বাংলার প্রচারাভিযানকে সামনে রেখে মেদিনীপুর সদর ব্লকের চুয়াডাঙ্গা হাইস্কুলের উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের প্রচার মিছিল অনুষ্ঠিত হল চুয়াডাঙ্গা হাইস্কুলের উদ্যোগে। বুধবার টিফিনের পর প্রায় দেড় হাজার ছাত্রছাত্রীদের একটি বড়মিছিল বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা পরিক্রমা করে। ছাত্রছাত্রীদের হাতে ছিল স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্লাকার্ড। এর আগে বিগত কয়েক দিন ধরে বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিশেষ সাফাই অভিযান ও প্রচারাভিযান চালানো হয়। ছাত্রছাত্রীদের সাথে মিছিলে পা মেলালেন প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু সিনহা, শিক্ষক মাতুয়ার মল্লিক, সুদীপ কুমার খাঁড়া, ধ্রুবানন্দ ত্রিপাঠি, প্রদ্যুৎ জানা, হিরুলাল পাখিরা, শিক্ষিকা শিলা গিরি, সর্বানী দাস-সহ সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীগণ।

শেষ হল মেদিনীপুর সদর মহকুমাস্তরীয় সুব্রত কাপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শেষ হল মেদিনীপুর সদর মহকুমাস্তরীয় ছাত্রছাত্রীদের সুব্রত কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। মেদিনীপুর সদর মহকুমা ক্রীড়া পর্ষদের উদ্যোগে মেদিনীপুর শহরের অরবিন্দ স্টেডিয়ামে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বালকদের অনুর্দ্ধ ১৪ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স হয় যথাক্রমে শালবনী ব্লকের মৌপাল দেশপ্রাণ বিদ্যাপীঠ ও সদর ব্লকের খয়েরুল্লাচক নেতাজি বিদ্যামন্দির। অনুর্দ্ধ ১৭ বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় খশলা ইন্দুমতী হাইস্কুল ও রানার্স হয় শালবনী হাইস্কুল। অনুর্দ্ধ ১৭ বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় শালবনী নীচু মঞ্জরি বালিকা বিদ্যালয় ও রানার্স হয় পাকুড়িয়া চিন্তামনি আদর্শ বিদ্যাপীঠ। বালকদের বিভাগগুলিতে কেবল চ্যাম্পিয়ন দল আর বালিকাদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দুটো দলই জেলাস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। জেলা প্রতিযোগিতা আগামী ১৮ জুলাই শালবনীর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে। অনুর্দ্ধ ১৭ বালক বিভাগে ১৬টি স্কুল, বালিক বিভাগে ৫টি স্কুল, অনুর্দ্ধ ১৪টি স্কুল দল মহকুমাস্তরের এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিধায়ক প্রদ্যুৎ ঘোষ, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক বিনয় দাশমাল, জেলা যুব কল্যাণ আধিকারিক প্রভাংশু হালদার, মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সম্পাদক বাবুল দিগার প্রমুখ। খেলা দেখতে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি বহু ফুটবলপ্রেমী মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন। মৌপাল দেশপ্রাণ বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক প্রসূন কুমার পড়িয়া বলেন, এই প্রতিযোগিতাগুলোর মধ্য দিয়ে উঠে আসা খুদে প্রতিভাবানরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, যথাযথ কোচিং দিয়ে এদের তৈরি করতে পারলে এরা আগামী দিনে সম্পদে পরিণত হবে।

বর্ষায় শিক্ষকের ছাতা প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ ময়না থানার অন্তর্গত কালিকাদাঁড়ি গ্রামে অবস্থিত পাঁচপুকুরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বর্ষার প্রাক্কালে ছাতা দান করলেন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ক্ষিতিশচন্দ্র পানিগ্রাহি। এদিন মোট ৯৩ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে ছাতা তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়না রাজপরিবারের শিক্ষক ও সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ বাহুবলীন্দ্র, এলাকার সদ্য নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য সুস্মিতা কাজলী, সমাজসেবী সঞ্জয় সাঁতরা, বুদ্ধদেব সামন্ত, শক্তিপদ দাস প্রমুখ। জানা যায়, প্রধান শিক্ষক ক্ষিতিশচন্দ্র পানিগ্রাহির পিতা সতীশচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছিল বজ্রাঘাতে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনার্থে এই ছাতা প্রদান করলেন প্রধান শিক্ষক। প্রধান শিক্ষকের এই ধরনের দানকে সাধুবাদ জানায় স্কুলের সকল শিক্ষক-সহ এলাকাবাসী।

থানা প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, মারিশদা ঃ মারিশদা থানার নবনির্মিত ভবনের প্রথম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে থানা প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির সহ ২০১৮ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় থানা এলাকার সফল প্রথম ছাব্বিশ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধিত করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উত্তর কাঁথির বিধায়ক বনশ্রী মাইতি। উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল এসপি কাঁথি রুরাল ইন্দ্রজিৎ বসু, কাঁথি ৩ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশচন্দ্র বেজ, নব নির্বাচিত জেলাপরিষদ সদস্য উত্তম বারিক, নন্দদুলাল মাইতি, চন্দ্রশেখর মন্ডল, বিডিও মহঃ নূর আলম, সহসভাপতি কাঁথি ৩ পঞ্চায়েত সমিতি মিতারানী সাউ, সিআই ভূপতিনগর দেবাশীষ রায় প্রমুখ।

সভাপতিত্ব করেন, মারশিদা থানার অফিসার ইনচার্জ চন্দ্রকান্ত শাসমল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষক গৌতম কুমার মিশ্র।

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ জাতীয় সড়কের মাঝখানে দীর্ঘক্ষণ বিকল হয়ে পড়ে থাকল বালি ভর্তি লরি। যার জেরে অফিস টাইমে যানবাহন চলাচলে সমস্যা দেখা দেয়। ব্যস্ত সড়কে গাড়ির লম্বা লাইন পড়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয়। বুধবার সকালে এই ঘটনা ঘটেছে ১১৬ বি জাতীয় সড়কের উপর, রামনগরের ফতেপুর এলাকায়। তবে গাড়ির চালকের বক্তব্য, এদিন বালি নিয়ে আসার সময় হঠাৎ গাড়ির ব্রেক নষ্ট হয়ে রাস্তার উপরে কাত হয়ে পড়ে লরিটি।

জুনিয়রের পর সিনিয়র বিভাগীয় বিদ্যালয়ভিত্তিক সুব্রত কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় কাঁথি মহকুমায় চ্যাম্পিয়ন হল কন্টাই মডেল ইন্সটিটিউশন। নিজস্ব চিত্র

ঐতিহ্যবাহী মহিষাদল রথকে ঘিরে তথ্যচিত্র

প্রদীপ মাইতি, মহিষাদল ঃ ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম রথ মহিষাদলের রথ। যা এবার ২৪১ বছরে পদার্পণ করেছে। মহিষাদলের রথে বিদেশীদের ভিড় বাড়িয়ে তোলার জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে মহিষাদল রাজ পরিবার ও মহিষাদল রথ কমিটির প্রতিনিধিরা। মহিষাদলের ঐতিহ্যবাহী কাঠের রথকে রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরতে স্বল্প দৈর্ঘ্যের বাংলা ও ইংরেজি তথ্যচিত্র তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগ ও মহিষাদলের শিল্পকৃতি নাট্যসংস্থার সহায়তায় এই তথ্যচিত্র তৈরি করা হচ্ছে। অনলাইনে ও সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে রথ নিয়ে প্রচারের হাতিয়ার হবে তথ্যচিত্র। ২৪১ বছরের পুরানো রথের ইতিহাস, রথকে ঘিরে রাজবাড়ির নানা প্রথাগত রীতি ও অনুষ্ঠান, রথের গ্রামীণ মেলার বৈচিত্র্য তুলে ধরা হবে এই তথ্যচিত্রে। লেত উৎসব, রথের রশিতে টান দিতে রাজার পাল্কি যাত্রা, অগণিত মানুষের খোল করতাল বাজিয়ে কীর্তন পালাগান, পাঁচ তলা সমান উঁচু বিশাল রথ টানার সময় লক্ষ মানুষের আবেগ ও উদ্দীপনার ছবিই হতে তথ্যচিত্রের মূল ফোকাস। পর্যটক টানতে তথ্যচিত্রে রথের অনুষঙ্গ হিসাবে থাকছে হেরিটেজ রঙ্গিবসান প্রাসাদ, প্রায় ২৫০ বছরের পুরানো গোপালজিউ-র নবরত্ন মন্দির, মহিষাদল রাজ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় ‘লালবাড়ি’, যেখানে পড়াশোনা করেছিলেন দেশের বিখ্যাত হিন্দি কবি নিরালা (সূর্যকান্ত ত্রিপাঠি)। এই তথ্যচিত্রের নাম দেওয়া হচ্ছে ‘দ্য চ্যারিয়ট’। মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি তিলককুমার চক্রবর্তী বলেন, মহিষাদলের প্রাচীন রথ নিয়ে রাজ্যের মানুষের কাছে আগ্রহ তৈরি করতে তথ্যচিত্র তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি ও রথ কমিটি। তথ্যচিত্র তৈরির পর তা আপলোড করা হবে ইউটিউবে অর্থাৎ সেখানেই প্রকাশ পাবে ছবিটি। অনলাইনেই মহিষাদলের রথ নিয়ে জানতে পারবেন রাজ্য, দেশ ছাড়িয়ে বিদেশি পর্যটকরাও। রথ নিয়ে আমরা একটা ফেসবুক পেজ চালু করছি দর্শনার্থী ও পর্যটকদের জন্য। পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে রথ সংক্রান্ত তথ্য, ভিডিও ক্লিপিং ছাড়াও দরকারি নির্দেশ, রুট ম্যাপ ও প্রয়োজনীয় মোবাইল নম্বর দেওয়া থাকবে। পঞ্চায়েত সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে মহিষাদলের রথ নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ২৮ লক্ষ টাকা ২০১৭ সালে এই রথ সংস্কার করা হয়। নতুন সাজে রথ খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। গবেষকরা জানান, গত দুশো বছরে তিন বার এই রথের আমূল সংস্কার হয়েছে। প্রথমবার ১৮৬০ সালে রাজা লছমনপ্রসাদ গর্গের সময়ে রথ ১৭ চূড়া থেকে ১৩ চূড়া করা হয়েছিল। রাজার বন্ধু শিল্পী মঁসিয়ে পেরুর নির্দেশে রথের সৌন্দর্যায়ন করা হয়। এরপর ১৯১২ সালে রাজা সতীপ্রসাদ গর্গের সময়ে এবং শেষবার ২০১৭ সালে। শিল্পকৃতি নাট্যসংস্থার কর্ণধার ও তথ্যচিত্রের অন্যতম নির্দেশক সুরজিৎ সিংহ বলেন, তথ্যচিত্র তৈরি কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। রথের কয়েকদিন আগে লেত উৎসব থেকে শ্যুটিং শুরু হবে। মূলত রথের দিনই আমরা সকাল থেকে শ্যুটিং করব। এর ইতিহাস তুলে ধরার জন্য রাজবাড়ির সদস্য, গবেষকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। তথ্যচিত্রের নাম ‘দ্য চ্যারিয়ট’ দেওয়া হবে ঠিক হয়েছে। মহিষাদলের রথকে কেন্দ্র করে ১৫ দিনের মেলা বসে। সেই মেলায় দূরদূরান্ত থেকে আগত ব্যবসায়ীরা তাঁদের পসরা সাজিয়ে তোলার জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছেন পুরোদমে। মহিষাদল রথতলা প্রাঙ্গণের পাশাপাশি মহিষাদল রাজবাড়ির ছোলাবাড়িতে মেলার প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের যাতে কোন রকমে সমস্যা না হয় তার জন্য পথনিরাপত্তার ব্যবস্থা যেমন থাকছে তেমনি আকাশ পথে ড্রোনের সাহায্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রথের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলার জন্য রথকমিটি বিদেশিনীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মহিষাদল রথের কর্মকান্ডকে রাজ্যের পাশাপাশি দেশ-বিদেশের মানুষের সামনে তুলে ধরতে রথ পরিচালন কমিটি বা মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির বিশেষ উদ্যোগ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাচীন মহিষাদলের রথযাত্রা ইতিহাস তুলে ধরার জন্য তথ্যচিত্র তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শিল্পকৃতি নাট্যসংস্থার কর্ণধার সুরজিৎ সিনহা ও সুরেন্দু মান্নাকে। তারা ইতিমধ্যে তাদের কাজ শেষ করেছে। তাঁরা জানিয়েছে, তাঁদের তৈরি তথ্যচিত্র ইতিমধ্যে সোস্যাল মিডিয়ায় মানুষের মন কেড়েছে। সোস্যাল মিডিয়ায় মহিষাদল রথের তথ্যচিত্র দেখে দর্শনার্থীদের মন কাড়বেই।